Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।√০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য /০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 18th April. 1956 | ৪৭শ সংখ্যা

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে দি মডার্ণ হোমিও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কোম্পানী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যাবতীয় হোমিও ইন্‌জেকশান এবং পেটেণ্ট ঔষধ কোম্পানীর দরে বিক্রয় হয়। ব্যবহারে ফল সুনিশ্চিত। এই মাত্র বাহির হইল ডাঃ সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় কৃত হোমিও ও বাইওকেমিক মতে "বসন্ত চিকিৎসা" মূল্য মাত্র আট আনা।

হ্যানিম্যান হল
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

নূতন বৎসরে বৃক্ষের পত্র ও ফলের ফলাফল

—•—

১লা বৈশাখ নব বর্ষ (১৩৬৩ সাল) শুভাগমন করিয়াছেন। ৩রা বৈশাখ সোমবার হইতে দেশের ভাগ্য বিধান কর্ত্তা বৃক্ষের পত্র ও ফলের ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই প্রথমে শ্রবণ করুন। পরোপকারের জন্য যাঁহারা ত্যাগী নাম ধারণ করিয়া জগতে মাননীয় হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অনেকেই নিজের দেহ দেখাইয়া বলিয়া থাকেন—

পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাঃ
পরোপকারায় বহন্তি নদ্যঃ।
পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ
পরোপকারায় শরীরমেতৎ॥

অর্থ—বৃক্ষ পরোপকারের জন্য ফল ধারণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তার ফল সে কখনও ভোগ করে না। নদী পরোপকারের জন্য প্রবাহিত হয়। কারণ সে তার জল পান করে না, তার জলে অন্যের পিপাসা নিবারণ হয়। গাভীরা নিজের দুগ্ধ নিজে পান করে না, পরের জন্য তাহার দুগ্ধ দোহন করিতে দেয়। তেমনি ঐ সব ত্যাগী মহাপুরুষ বৃক্ষ, নদী এবং গাভীর তুলনা দিয়া নিজের শরীর দেখাইয়া বলেন এই দেহও পরোপকারের জন্য।

১৩৬৩ সালে বৃক্ষের পত্র চা, ফলবান বৃক্ষের ফল যেমন আম, জাম, লেবু, লিচু ইত্যাদি ফলবতী লতার ফল যেমন আঙ্গুর, তরমুজ, খরমুজ ইত্যাদি কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ায় প্রবেশ কালেই তাহাদের প্রবেশকর আদায় করিয়া পরোপকারের ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত করিয়াছেন। এই অভিনব উপায় ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কখন উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। বিধান সরকারের এই পরোপকার পন্থা দেখিয়া আমাদের পাপ মনে আশঙ্কার উদয় হইতেছে।

হাওড়া ষ্টেশন, শিয়ালদহ ষ্টেশন, দমদম বিমান-ঘাটী, ডাকঘর প্রভৃতি যে সব প্রবেশদ্বার আছে, রাজক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকিঙ্করগণ সকল স্থানে হাজির থাকিয়া কর আদায় করিয়া তবে ছাড়িবেন। ভয় হয়—যেখানে টাকা পয়সার খেলা সেইখানেই দুর্নীতি অর্থাৎ ঘুষ আদান প্রদান চলিত হইয়া উঠিবে। রাজদ্বারে শ্মশানে যেখানে টাকা পয়সার খেলা সেখানেই সরকারের নেমকভোগী নেমকহারামের আমদানী হইবেই।

জিহ্বা ও দন্তফল

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেখা যাইতেছে ভারত-বর্ষের দুই অঙ্গ দুই ভাগে পড়িয়াছে। ভারত ইউনিয়ন যেন জিহ্বা আর পাকীস্থান দন্ত। কারণ জিহ্বা যেমন দন্তে কোন অসোয়াস্তি হইলেই দিবা-রাত্রি অবিশ্রান্তভাবে সেই অসোয়াস্তি নিবারণের জন্য ব্যস্ত থাকে। আবার এই জিহ্বাকে দন্ত তাহার দুপাটির মধ্যে পাইলেই কাটিয়া রক্তারক্তি করিয়া দেয়। জিহ্বা কিন্তু তবুও দন্তের কষ্ট দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে।

আমরা গোড়া হইতে দেখিতেছি—ভারত পাকীস্থানের নিকট ৩০০ কোটি টাকা পাইবে, পাকীস্থান ভারতের কাছে ৫৫ কোটি টাকা পাইবে। ভারত ইচ্ছা করিলেই ৫৫ কোটি টাকা বাদ দিয়া বাকি টাকা দাবি করিতে পারিত, পাকীস্থানের অস্বচ্ছলতার জন্য ৫৫ কোটি টাকাই পাকীস্থানকে মিটাইয়া দিল। পাকীস্থান তাহার দেয় ৩০০ কোটি টাকার বেলায় মুষ্টিবদ্ধ হস্তে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিল না।

কাশ্মীরে হানাদারদের উৎপাত সুরু হইলে ভারতীয় সৈন্যগণ তাহাদের তাড়াইয়া সীমান্তে লইয়া গেল। আর ২।৪ দিন হইলে তাহাদের পগার পার করিয়া দেয় এমন সময় ভারত পুরাতন উপদেশ—"রণের শেষ ও ঋণের শেষ" দুই অগ্রাহ্য করার ফল হাতে হাতেই বা পায়।

পাকীস্থানের কয়লা নাই ভারতের চিন্তা হইল। কয়লা দিয়া পাকীস্থানের দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া ও অন্ধকার নাশের ব্যবস্থা করিল। ভারত এইবার "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" বাক্য লঙ্ঘনের ফল ভালো রকমই উপলব্ধি করিবে বলিয়া মনে হয়।

বাংলা বিহার মার্জ্জারের সখ

এই সখ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দুঃখই দিতেছে। সেবার যমুনাতটের নয়াদিল্লীতে গিয়াও "শ্রীকৃষ্ণ দরশন নাহি ভেলো।"

এবার দর্শন হইয়াছে তবে উভয়ের দর শোনা-শুনি হইলে ফল কি হয় তাহা অজ্ঞাত। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের এই সখ না মিটিলে ইহা ইংরাজী shock (সখ) এ পরিণত না হয়।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়।

কংগ্রেস পশ্চিম বাংলার যে যে মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে অকংগ্রেসীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে সমস্ত স্থানেই "পপাত ধরণীতলে" হইয়া কলিকাতা করপোরেশনের নির্ব্বাচন জলন্ত অবস্থায় এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাপণ করিয়াছেন।

ডাক্তার মেঘনাদ সাহা কংগ্রেসকে মার্জ্জারের বিরোধিতা করিতে করিতে এমন শেল হানিলেন নিজের দেহত্যাগ করিয়া দিল্লীর রাজপথে যেন অন্যের অজ্ঞাতে মেঘের আড়াল হইতে নজরুলের গানের এক কলি—

"আমি আপনি ম'রে
মড়ার দেশে আনবো বরাভয়,
দেশে আনবো মাভৈঃ বিজয়মন্ত্র
বলহীনের বল।"

আবৃত্তি করিয়া কংগ্রেসকে লোকসভার সদস্যপদের জন্য নির্ব্বাচনের আসরে নামালেন তবে ছাড়লেন।

তামাদির আর্জ্জি—অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতে কম আর্জ্জি দাখিল হইয়াছে। ১ম কোর্টে—৬৯২ ও ২য় কোর্টে—২৮৭ মোট ৯৭৯ নং খাজনার আর্জ্জি দাখিল হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গান

(সুর—যমুনে ! তুমি কি সেই যমুনা প্রবাহিনী)

বাঙালী ! সাজিয়ে রাখো ভোট-বাহিনী।
শোধ করো তা সুদ-আসলে
যে ঋণে রয়েছ ঋণী।
আমার মত ঝুলি ঘাড়ে
যাবে যখন দ্বারে দ্বারে,
লেলিয়ে দিও কুকুর তারে
বুঝবে সেদিন বে-ইমানী।
পোষ্টকার্ডের দাম বাড়ালাম,
দেশলাই এর দর চড়ালাম,
মিথ্যা অপবাদ সাজায়ে,
রচেছিল কে কাহিনী।

চাউলের দর—উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে ২০৷৷০ ও ২১৲ টাকা মণ দরে আছঁ টা চাউল বিক্রয় হইতেছে। দর আরও কত যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা ভবিতব্যই জানে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, জেলা মুর্শিদাবাদ, মহকুমা জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ এলাকা মধ্যে আমার স্বর্গীয় পিতামহ ৺অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যে সকল ত্যক্ত সম্পত্তি আছে তাহার ১/৪ এক-চতুর্থাংশের আমি মালিক। আমি এক্ষণে সাবালক হইয়াছি এবং ইং ৯ই এপ্রিল ১৯৫৬ তারিখে S. D. O. কোর্টে আমার বয়সের এফিডেবিট করিয়াছি। আমাকে নাবালক সাব্যস্ত করিয়া আমার উক্ত সম্পত্তি মধ্যে আমার আত্মীয়-বর্গের মধ্যে যদি কেহ আমার ওলিরূপে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করেন বা যদি কেহ খরিদ করেন তদ্দ্বারা আমি বাধ্য হইব না।

শ্রীতপনকুমার মুখোপাধ্যায়
সাং বালিঘাটা (মুর্শিদাবাদ)
হাল মোঃ রুদ্রনগর (বীরভূম)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর্‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ-

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।